

# কৃষি সুপারিশ

২-ই জুন, ২০২২ (৯-২১ মে জৈষ্ঠ, ১৪২৪)

**তিল-** গাছের মাঝামাঝি অংশের ফল ভেঙে দানা শক্ত হল কিনা দেখে ফসল কাটতে হবে। ফসল কেটে কয়েকদিন জাঁক দিয়ে রাখা প্রয়োজন।  
**চীনবাদাম-** মাটির তলা থেকে বাদাম তুলে যদি দেখা যায় বোসার ভিতরের দিকে কালো ছোপ দেখা যচ্ছে এবং দানা শক্ত হয়েছে ও দানার উপরকার বোসার লালচে রং ধরেছে, তবে বুঝতে হবে যে বাদাম তোলার উপযুক্ত সময় এসেছে। এ সময়ে পাতা হলুদ হয়ে বড়ে যায়। **চৈতি মূল -** সধারণত একাধিকবার পাকা শূঁটি তোলার প্রয়োজন হয়। ৬০-৬৫দিনের মধ্যে পুখমবার ও তার ১০-১৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার শূঁটি তোলার প্রয়োজন হয়। সোনালি, পামা, বাসন্তী, সম্মাট পুজুটি জাতগুলি ৭০-৮০ শতাংশ শূঁটি একসঙ্গে গেঁকে যাওয়ার গাছগুচ্ছ তুলে নেওয়া হয়।

**পাট-চারা** বেরোনের ২১ দিন পর প্রথম চাপানে একরে ৮ কেজি ও চারা বেরোনের ৩০-৩৫ দিন পরে দ্বিতীয় চাপানে ৮ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হবে। সালফারের ঘাটতি থাকলে একরে ১২ কেজি সালফার প্রয়োগ করতে হবে। স্বেছহীন এলাকার কানবৈশাখী বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে দ্রুত চাপান সার দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। পাটের চারা অবস্থার কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিলে বিকালের পরে ক্লোরোপাইরিফস ২৫ ইসি ২.৫ মিলি বা কুইনালফস ২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে সমন্ব ক্লেতে স্বেছ করতে হবে। পাটের জমিতে নিড়ানির সাহায্যে বীজ বোনার ১০ দিন পর এবং ১৮-২০ দিন পরে আরেকবার আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও চারা পাতলা করতে হবে। জাত অনুযায়ী প্রতি বগমিটার জমিতে ৩৩-৪০ টি চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে।

**চৈতি কলাই -** চাষের উপযুক্ত জাতগুলি হল- বসন্ত বাহার (পি.ডি.ইউ-১), চাঁতম (ডব্লিউ.ইউ-১০৫), কালিন্দী (বি-৭৬)। ফাগুন-চৈত্র মাসে বিঘ প্রতি (৩৩ শতক) ও -৪ কেজি বীজ ছড়িয়ে বা সারিতে বুনতে হবে। বীজ বোনার আগে, মুগের মত বীজ শোধন ও রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হবে। একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফরাস ও ১৬ কেজি পটাশ প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে। কলাই চাষে কোন চাপান সার লাগে না।

**অঙ্কুর -** হালকা ও মাঝারি মাটিতে ভাল হয়, তবে সব ধরণের মাটিতে চাষ করা যায়। জৈষ্ঠ-অষাঢ় মাসে বীজ বুনতে হবে। একরে ১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। স্বল্প মেয়াদী জাতে সারি ও গাছের দূরত্ব থাকে ১ ফুট মধ্য মেয়াদী জাতে ২ ফুট ও ১ ফুট। প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ধাইরাম ৭.৫% ২ গ্রাম বা ম্যানকোজেব ৭.৫% ৩ গ্রাম বা ক্যাপটান ৭.৫% ২ গ্রাম মেশালেই বীজ শোধন হয়ে বাবে। বীজ বোনার কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজশোধন করে বোনার আগে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে।

**আউস ধান -** আউস ধানের বীজ বুনন ও রোপনের জন্য বীজতলায় বীজ ফেলুন। কানের উপযুক্ত জাত: হীরা, পুসায়, আমদা, তুলসী, বিকাশ, বন্দনা, কলিঙ্গ-৩। বীজের হার: ৮০-৯০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৬৫-৭০ কেজি প্রতি হেক্টরে। বীজবোনার আগে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ধাইরাম-৭.৫% বা কার্বোজিম-৫.০% গুড়ো ঔষধ ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিনামূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি জৈবসার ৫ টন এবং ১৫ কেজি নাইট্রোজেন ও ৩০ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করুন।

**সবুজ সার -** আমন ধান চাষে জৈবসার বোণানের জন্য সবুজসার হিসাবে ধনচে বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন। এজন্য আমন ধান রোপনের দেড় থেকে দুই মাস আগে জৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জলের সূজাগ নিয়ে ২টি চাষ দিয়ে বিঘাপ্রতি ৪ কেজি ধনচে বীজ বুনতে পারেন। বীজ বোনার আগে বিঘাপ্রতি ২০-২২ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

**আমন ধান -** উন্নত জলদি জাত- পি.এন.আর ৩৮১, পি.এন.আর ৫১৯, রেণু পুষা আই আর-৬৪ ডিআর.টি-১, অজিত, বিনাধান-১১, রাজেন্দ্র ভগবতী, নরেন্দ্রধান-৯৭, লাল মিনিকিট, নল্লনমনি ইত্যাদি বৃষ্টিনির্ভর নীচু জমির জন্য মধ্য মেয়াদী জাত (১ ফুট জল) লাল স্বর্ণ, সাবিত্রী, সিআর-১০০২, সিআর-১০১৪ শশী, ধীরেন্দ্র, রামী ধান, স্বর্ণসার-১, এমটিইউ-১০৭৫ ইত্যাদি।

বীজতলা তৈরী- ০.১ একর বা ১০ শতক বীজতলায় জন্য মূলসার হিসেবে চাবর বা কম্পোষ্ট ১ টন, নাইট্রোজেন ২ কেজি, ফসফেট-২ কেজি ও পটাশ ২ কেজি লাগবে। কাদানো বীজতলায় দানাদার কীটনাশক হিসেবে ১০ শতক বীজতলায় ২ কেজি কার্বফুরান ওজি বা ৬০০ গ্রাম ফোরোট ১০ জি বা ১.৫ কেজি কারটাপ ৪জি চারা তোলার ৭ দিন আগে প্রয়োগ করে ২ ইঞ্চি জল ধরে রাখতে হবে।

কৃষি সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য রুকের সহকৃষি অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

পক্ষে



কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য),  
পশ্চিমবঙ্গ